অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দাবি ও আমাদের বক্তব্য

১৯৬৫ সাল থেকে শত্রু সম্পত্তি আইন এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালের অর্পিত সম্পত্তি আইনের নিষ্পেষণে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনার বিষয়টি বহুল আলোচিত। ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সেই আইনের কিছু অসঙ্গতি ও দুর্বলতা এবং পরবর্তী সময় চার দলীয় জোট সরকারের অনীহার কারণে সে আইন বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা তাই গত ১০ বছর ধরেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এর যথাযথ সংশোধন ও তার বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে এসেছি। এ দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবার এবং বিভিন্ন নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠন, প্রগতিশীল-অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য-কর্মী, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও সাংবাদিকরা নানাভাবে জনমত গঠন ও সংগ্রাম করে এসেছেন।

বহু আন্দোলন সংগ্রামের প্রেক্ষিতে গত বছর নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন পাশ হবার পরে অর্পিত সম্পত্তি আইন তথা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জারি করা শত্রু সম্পত্তি আইনের যাঁতাকলে গত ৪৬ বছর ধরে পিষ্ট এ দেশের নাগরিক প্রধানত লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু পরিবার ও দেশবাসীর মনে নতুনভাবে আশার সঞ্চার হয় যে, গত চার দশকেরও বেশিকাল ধরে তাদের উপর যে অন্যায়, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বঞ্চণার বোঝা চাপানো ছিল তার অবসানের লক্ষ্যে সরকার দ্রুত আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ (সংশোধন) আইনে বিধিমালা প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তির 'ক' ও 'খ' তালিকা গেজেটে প্রকাশ, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য জেলা পর্যায়ে ট্রাইবুনাল গঠন, আপীল ট্রাইবুনাল গঠন, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

আমরা আশা করেছিলাম, আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হবেন এবং সফল হবেন। কিন্তু আমরা দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তারা কিছু কিছু কাজ সম্পন্ন করলেও অনেক জরুরি কাজ তারা সময় মতো সম্পাদন করতে পারেন নি।
সরকারের উর্ধ্বতন মহল বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং সম্ভবত কিছুটা চিন্তিত বলেও প্রতীয়মান হয়। তাই ইতোমধ্যে সরকার অর্পিত সম্পত্তির 'খ' তালিকা গেজেট প্রকাশের সময়সীমা মূল আইনের ১৫০ দিনের অতিরিক্ত আরো ১৫০ দিন বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পক্ষান্তরে অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে বলে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দাবি করা হলেও বাস্তব ঘটনা হচ্ছে ভূক্তভোগী, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বিজি প্রেসসহ যে সকল স্থানে গেজেট থাকবার কথা সে সব জায়গায় বার বার যোগাযোগ করেও এই গেজেটের কপি পাচ্ছেন না। আমাদের আশংকা, গেজেট যে তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে আইনের সময়সীমার বাধ্যবাধকতার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে এন্টিডেট করে তাতে পেছনের তারিখ বসিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে প্রত্যর্পণ আইনের বিচার প্রার্থীদের আবেদন কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইবুনালের কাছে জমা দেবার সময়সীমা কমে যাচ্ছে।

এসবের ফলশ্রুতিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন বাস্তবায়নের সার্বিক পরিস্থিতি যেখানে রয়েছে, তাতে জটিলতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত-বিচারপ্রার্থী মানুষের ভোগান্তি আরো বেড়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও তাদের অসাধু তৎপরতা এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বলে জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারের যে সদিচ্ছা এই আইন এবং তার সংশোধনী পাস করার মূলে রয়েছে তা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবে রূপ না পায়, আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হয় এবং সর্বোপরি অর্পিত আইনে ভুক্তভোগী, অর্পিত আইনে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় লক্ষ লক্ষ পরিবার যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা-সম্পত্তি ফেরৎ না পায়-তার জন্য একটি দুষ্ট চক্র সদা-সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। তাদের ব্যাপারে সরকার ও দেশবাসীকে অতি অবশ্যই সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

এ অবস্থায় আমরা সরকারের প্রতি দ্রুত নিম্নোক্ত দাবিগুলি পূরণের আহ্বান জানাচ্ছি—

১. *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুসারে অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকা প্রকাশের সময়সীমা ১৫০ দিন বাড়ানোর যে প্রস্তাব মন্ত্রীসভা অনুমোদন করেছেন তালিকাটি যাতে সেই বর্ধিত সময়সীমার মধ্যেই প্রকাশিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।*

২. *অর্পিত সম্পত্তির 'ক' ও 'খ' তালিকার গেজেট প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই যাতে বিজি প্রেস সহ প্রচলিত সকল প্রাপ্তিস্থানে যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।*

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

৩. *আইন, বিধিমালা এবং অর্পিত সম্পত্তির 'ক' ও 'খ' তালিকার গেজেট বিজি প্রেস ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে।*

৪. *আইনে অর্পিত সম্পত্তির 'ক' কিংবা 'খ' তালিকার গেজেট প্রকাশের পর অভিযোগ কিংবা আবেদন ট্রাইবুনালে কিংবা কমিটিতে জমা দেবার যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে, গেজেট প্রকাশের বিলম্বের কারণেই তা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভা ৯০ দিন থেকে ১২০ দিন বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন বলে খবরে প্রকাশ। আমরা বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এই সময়সীমা যৌক্তিক কারণেই ৯০ দিনের স্থলে ১৫০ দিনে বর্ধিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং একই সাথে সংসদের আসন্ন অধিবেশনেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইনের ২৬-ধারায় যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা দূর করতে ২৬-ধারায় ৯ এবং ১০-ধারার পরে ২১-ধারা উল্লেখ করার দাবি জানাচ্ছি।*

৫. *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আওতায় অভিযোগ, মামলা ইত্যাদির নিষ্পত্তির জন্য জেলা পর্যায়ে সম্মানিত জেলা জজদের দিয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। আমরা সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তবে মামলার সংখ্যা বিবেচনায় এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি জেলায় স্থাপিত ট্রাইবুনালে একজন বিজ্ঞ জেলা জজ যাতে আগামী ২(দুই) বছর সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় সেই জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।*

৬. *এই আইনের বিধানগুলি ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের করণীয় অবহিত করতে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল এবং জাতীয় দৈনিকসমূহ সহ সকল সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।*

আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা, সরকার যে অঙ্গীকার ও উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল করতে উল্লেখিত দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ করে দেশবাসী এবং বিশেষভাবে অর্পিত আইনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও তাদের নাগরিক অধিকারের সুরাহা বিধান করবেন। সর্বোপরি এই আইনটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার যারা গত ৪৬ বছর ধরে চরম সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক আইনের শিকার হয়েছেন, সীমাহীন দুর্ভোগ, হয়রানি ও নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সর্বস্ব হারানোর পরেও যারা এই দেশের কল্যাণে নিজদের নিবেদিত রেখেছেন, সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান যুগিয়ে গেছেন, সেই সব নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজ সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ বরাবরের মতো এখনো সক্রিয় ও সোচ্চার থাকবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন দেশবাসীর প্রতি এই আইনটি দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সরকারকে উৎসাহ ও সমর্থন যোগাতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন মানুষের দিকে আইনী সহায়তাসহ সব ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমরা সরকারের উদ্দেশে বলতে চাই, ইতোমধ্যে অনেক বিলম্ব হয়েছে, লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ভোগান্তি, কষ্ট, দুঃখ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। তাই আইনটির দ্রুত বাস্তবায়নে আর কোন সময় ক্ষেপণ কাম্য নয়, সরকারকে তাই দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে এই আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণ করতেই হবে ।

- **বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ**
- **এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (এএলআরডি)**
- **আইন ও সালিশ কেন্দ্র**
- **বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)**
- **অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন**
- **সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন**
- **এইচ ডি আর সি**
- **নিজেরা করি**

অর্পিত সম্পত্তি আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক মনিটরিং সেক্রেটারিয়েট, বাড়ী-১/৩, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত • জুন ২০১২